দর্শনায় বিভিন্ন মামলায় ৮ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৮ জন ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

আজ শুক্রবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এসআই সেকেন্দার আবু জাফর, এসআই ফাহিম হোসেন, এএসআই আবু বক্কর সিদ্দীক, এএসআই শাহিন সরদার, এএসআই মারুফুল ইসলাম, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সংঙ্গীয় ফোর্সসহ বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৮ জন দীর্ঘ দিনের পরোয়ানাভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা পৌরসভার দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মৃত আবুল হাশেম মন্ডলের ছেলে জি আর মামালার আসামী মোমিনুল্লাহ মন্ডল, মোমিন ট্যারা (৫০),দর্শনা থানার ৬২ নং আড়িয়া গ্রামের মসজিদপাড়ার মৃত গউর চন্দ্র মধু খার ছেলে জিআর-২২৩/২১ মামরার দীর্ঘদিনের পলাতক আসামী শ্রী বিকাশ চন্দ্র সাহা (৩৫),দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের ফুরশেদপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে,বিপুল মিয়া,(৪০) দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের দক্ষিনপাড়ার আছের আলীর ছেলে সোহেল রানা (২৪), দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঝাডাঙ্গা মসজিদপাড়া গ্রামের মৃত রবিউল কাজীর ছেলে,শহিদুল ইসলাম ওরফে বেল্টু(৩৬), দর্শনা রামনগর ঘুঘুডাঙ্গা গ্রামের বাবলু মিয়ার ছেলে শিপন(২৩),দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের আমিন লসকারের ছেলে মাদুস (৪০) ও দর্শনা আজিমপুর গ্রামের জহুরুল ইসলাম ওরফে জোর হোসেন মিজির ছেলে শফিউল উদ্দিন ওরফে শফিউল উদ্দিনকে (৩৮) গ্রেফতার করেছে।

আজকেই ৮ জন পরোয়ানাভুক্ত আসামিকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন এরা দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলো ওরা ৮ জনই দীর্ঘদিনের ওয়ারেন্ট ভুক্ত আসামী। আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেফতার করেছি।

দর্শনা প্রেসক্লাবে যায়যায়দিন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকি পালিত

দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার ১৯ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে দামুড়হুদার দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে যায়যায়দিন পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি হাসমত আলীর আয়োজনে যায়যায়দিন ফ্রেন্ডস ফোরামের সভাপতি দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে দামুড়হুদা উপজেলা প্রতিনিধি হাসমত আলীর সঞ্চলনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এর প্রতিনিধি সাব ইন্সপেক্টর শামিম আহমেদ, দর্শনা গণউন্নয়ন গ্রন্থগারের পরিচালক সাহিত্যিক আবু সুফিয়ান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হানিফ মন্ডল, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম এ ওসমান, সাংবাদিক আওয়াল হোসেন, আলমগীর কবির, মনিরুজ্জামান সুমন, আহসান হাবিব মামুন, নজরুল ইসলাম, নুরুল আলম বাকু, মাহমুদ হাসান রনি, ইমতিয়াজ রয়েল, ইমতিয়াজ আহমেদ, আব্দুল হান্নান, সুকুমার বাঁধন, রিফাত হোসেন, ফরহাদ হোসেন, আলোচনা সভা শেষে অতিথিবৃন্দ ও সাংবাদিকরা কেক কাটেন। সংবাদকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গার দুই মহিলার জমি জোর পূর্বক দখলের অভিযোগ, ভুক্তভোগীদের মারপিট

আলমডাঙ্গা বেলগাছি পুরাতন মসজিদ পাড়ার শেফালি খাতুন ও তার বোনের জমির উপর রাস্তা নির্মাণে বাধা দেওয়া ওই পরিবারের সদস্যদের বেধড়ক মারধর করেছে মঞ্জুর গংয়। মারধরের পরদিন তাদের কিছু না জানিয়ে ৮ শতক জমি জবর দখলের অভিযোগ উঠেছে ওই গংয়ের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনার পর ওই পরিবারকে অব্যাহত ভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন তারা। প্রাণের ভয়ে বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না ভুক্তভোগী পরিবার। এ ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তারা।

আলমডাঙ্গার বেলগাছি পুরাতন মসজিদ পাড়ার ইউসুফ আলী লিখিত অভিযোগে জানান, তার স্ত্রী শেফালি খাতুন ও তার জেশসেস রেক্সোনা খাতুনকে তার শ্বশুর মৃত হারুন অর রশিদ ৬ বছর আগে দুই মেয়েকে ৫১ শতক জমি রেজিস্ট্রি করে দেন। দুই শতক জমি রাস্তার জন্য রাখেন। ওই জমির পাশে ইউসুফ আলীর পৈত্রিক ৫১ শতক জমি আছে।

তিনি জানান, ওই জমির সাথে আমার চাচাতো ভাই ৮ শতক জমি রয়েছে। আনেক আগে ওই ৮ শতক জমি তাকে এওয়াজ করে মাঠে দিয়ে দিই। এতদিন পর ওই জমির পার্শ্ববর্তী আমার স্ত্রী শেফালি খাতুন ও জেশসেস রেক্সোনার জমির উপর দিয়ে মঞ্জুর গং রাস্তা নির্মাণ করতে গেলে আমি নিষেধ করি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মজ্জেম আলীর নেতৃত্বে মঞ্জুর, হাবিবুর রহমান,বরকত আলীসহ ১০/১২ জন আমার উপর দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আমার উপর চড়াও হয়। আমি দৌড়ে পালিয়ে গেলে আমার স্ত্রী শেফালি, জেসশেস রেকসোনা, কন্যা জিন্নাত আরা, নয়ন তারাকে বেধড়ক মারপিট করে। আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারা আমাদের অবরুদ্ধ করে ফেলে। এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করি। পরে পুলিশ এসে আমাদের উদ্ধার করে। এর একদিন পর ৯ জুন আমাদের অনুপস্থিতিতে মঞ্জুর আলী গং আমার স্ত্রীর জমির মধ্যে থেকে ৮ শতক জমি জোর পূর্বক দখল করে নেয়। এবং ৪০টি বাঁশ কেটে নেয়। বাঁশ কেটে নেওয়ার পর এখন মঞ্জুর গং আমাদের উপর অব্যাহত ভাবে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। আমরা বাড়ি যেতে পারছি না।

এই অবস্থায় ইউসুফ আলী ও তার স্বজনরা প্রশাসনের আশু হস্তক্ষেপ

কামনা করে তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় বিল বকেয়া থাকায় মৎস্য অধিদপ্তর অফিসের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন

আলমডাঙ্গা উপজেলা মৎস্য অঅধিদপ্তরের ১৪ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে বিদ্যুৎ কর্মীরা এসে মৎস্য অধিদপ্তরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন।

এতে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ায় ভাপসা গরমে চরম দুর্ভোগে পড়েন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। দাপ্তরিক কাজে ব্যাঘাত ঘটে। মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে চলতি জুনে বকেয়া বিল পরিশোধের শর্তে ২ ঘন্টাপর আবারো পুনঃসংযোগ দেন বিদ্যুৎ বিভাগ।

মৎস্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকো) আওতায় উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছিল। দপ্তরের অর্থ সংকটের কারণে ১২ মাসে প্রায় ১৪ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে। বিদ্যুৎ বিভাগ দফায় দফায় বকেয়া বিল পরিশোধ করতে নোটিশ দিলেও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্তৃপক্ষ বিল পরিশোধে ব্যর্থ হন। ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়।

বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ ওজোপাডিকোর আবাসিক প্রকৌশলী মো. আব্দুর রহিম বলেন, ‘মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষকে দফায় দফায় বকেয়া বিল প্রদানের নোটিশ দেয়া হলেও তারা বিল পরিশোধ করছে না। তাঁরা আমাদের নোটিশের কোন উত্তর দেননি। সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরও মৎস্য কর্তৃপক্ষ চলতি জুনে বকেয়া বিল পরিশোধের আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে দুপুরে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়েছে।’

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কামরুন্নাহার আঁখি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দপ্তরে বরাদ্দ আসে প্রতি জুন মাসে। গত ১২ মাসে প্রায় ১৪ হাজার টাকা বিল বকেয়া হয়েছে। গোপনে বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। পরে বিদ্যুৎ বিভাগকে বকেয়া বিল পরিশোধের চাহিদাপত্র পাঠানো হলে আবারো তাঁরা পূনঃসংযোগ দেন। এতে তীব্র ভাপসা গরম ও অন্ধকারে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে ফল মেলার উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী উপজেলা ফল মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল তিনটার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফল মেলার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভীনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্নিগ্ধা দাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্নিগ্ধা দাস বলেন, ক্রমহ্রাসমান জমি থেকে ক্রমবর্ধমান মানুষের খাদ্যের যোগান দেয় কৃষি। তাই মানুষের খাদ্য চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সময় উপযোগী ফলদ বৃক্ষসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ অপরিহার্য।

তিনি ফলজ, বনজ ও ঔষুধী বৃক্ষের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, ফল একটি স্বাস্থ্য রক্ষাকারি খাদ্য, কাজেই মানুষের দেহে শক্তি ও দৈহিক গঠনে বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতিদিন কিছু না কিছু যে কোন ধরনের ফল খেতে হবে আর এজন্য বাড়িতে যে কোন ফলের গাছ থাকা প্রয়োজন।

তিনি ফল উৎসবে উপস্থিত সকল স্তরের মানুষকে মেলা পরিদর্শণ ও মেলা থেকে কৃষি প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও নতুন নতুন ধ্যান ধারনা গ্রহনের

পাশাপাশি ৩টি করে ফলজ, বনজ ও ঔষুধি বৃক্ষের চারা সংগ্রহ করে রোপণ করার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভীন তার বক্তব্যে বলেন, বৃক্ষ জীবন রক্ষাকারি অক্সিজেন, জ্বালানী কাঠ, কাগজ তৈরীর কাঁচামাল, মাটি ক্ষয়রোধ, রাস্তার সৌন্দর্য বর্দ্ধনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করে পরিবেশ রক্ষা করে। কাজেই সবাইকে ফলদ, বনজ ও ঔষুধি বৃক্ষ রোপনে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তিনি উপস্থিত সকল স্তরের মানুষকে মেলা থেকে কৃষি প্রযুক্তিগত জ্ঞান গ্রহনের পাশাপাশি ২টি করে ফলদ বৃক্ষের চারা সংগ্রহ করে রোপণ করার জন্য আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহিল কাফি, উপজেলা প. প. কর্মকর্তা এ এম মাহমুদ শাহরিয়ার, উপজেলা প্রকৌশলী তাওহীদ আহমেদ, নির্বাচন কর্মকর্তা মশিউর রহমান, ইন্সটেক্টর জামাল হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, বিআরডিবি কর্মকর্তা শাইলা শারমিন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা গোলাম আউয়াল, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগা দাস। এ ছাড়াও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আব্দুর রফিকের পরিচালনায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা পাপিয়া খাতুন, মোছাম্মদ তাবাসসুম, নাহিদুল ইসলাম, আরিফুল ইসলামসহ পল্লী উন্নয়ন ব্যাংকের শেফালী বেগম উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ভুয়া চিকিৎসক ও ফার্মেসী মালিককে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ভুয়া ডিগ্রিধারী ডাক্তার। এসব হাতুড়ে ডাক্তারের ভূতুড়ে চিকিৎসায় বিপাকে পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন সাধারণ মানুষ। রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, এই অপচিকিৎসার বিষয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে জানানো হলেও রহস্যজনক কারণে ভুয়া ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ।

সূত্র জানায়, কমপক্ষে এমবিবিএস বা বিডিএস ডিগ্রি প্রাপ্তরা ছাড়া

কেউ নামের আগে ডাক্তার পদবি লিখতে পারবেন না। অথচ অনেকেই তাদের প্রেসক্রিপশন প্যাডে নামের আগে ‘ডাক্তার” ডিগ্রী লাগিয়ে রোগীদের জটিল কঠিন রোগের চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া- শিয়ালমারী গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুর ১ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় রীম্পা ফার্মেসীর নাম ব্যবহার করে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প করার নামে ডাক্তার না হয়েও তার নামের আগে ডা: ব্যবহার করে রোগী দেখছিল নাসির উদ্দীন নামের এক ভুয়া চিকিৎসক। এমন অভিযোগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন উপজেলা প্রশাসন। ভুয়া চিকিৎসক সেজে চিকিৎসা দেবার কারণে ভুয়া চিকিৎসক নাসির উদ্দীনকে (৪০) কে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভুয়া চিকিৎসক নাসির উদ্দীন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পলাশ পাড়ার সালেহ আহম্মেদের ছেলে।

এছাড়া ভ্রাম্যমাণ আদালত রীম্পা ফার্মেসিতে ভুয়া চিকিৎসক দিয়ে প্রেসক্রিপশন করে ঔষধ বিক্রি করার অপরাধে সাগর হোসেন (৩১) নামের এক ফার্মেসী ব্যবসায়ীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অভিযুক্ত ফার্মেসী ব্যবসায়ী সাগর হোসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মাদ্রাসা পাড়ার শুকুর আলীর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস ও স্থানীয় ক্যাম্প পুলিশের একটি দল।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নে দুঃস্থদের মাঝে চাউল বিতরণ

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে গরিব, দুঃস্থ, অসহায় মানুষের মাঝে ১০ কেজি করে বিনামূল্যে চাউল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ৯ টার সময় দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে, পরিষদ চত্বরে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে চাউল বিতরণ করা হয়।

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে প্রতিটি গরিব অসহায় দুঃস্থ মানুষ যেন ভালোভাবে ঈদ উদযাপন করতে পারে সেজন্য সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে সরকারি বিনামূল্যে ২৬শ ১৬ জন অসহায় দুঃস্থদের মাঝে ১০ কেজি করে চাউল বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন ও হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন, ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, আ: হান্নান পটু, শাহজামাল, রিকাত আলী, জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, আব্দুল হান্নান, আব্দুল্লাহ সেলিম, সাবিনা ইয়াসমিন, রওশনারা খাতুন, রহিমা খাতুনসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় জমে উঠেছে কোরবানীর পশুর হাট গুলো

চুয়াডাঙ্গায় জমে উঠেছে কোরবানীর পশুর হাট গুলো। আসন্ন ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে হাটগুলোতে বাড়ছে ক্রেতা- বিক্রেতাদের ভিড়। কোরবানির পশুর দামও ভালো বলে জানাচ্ছেন ব্যবসায়ী ও খামারিরা। তাই পশু কিনতে আসা ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্য চলছে দর কষাকষি।

আজ সোমবার দামুড়হুদার ডুগডুগীর পশুহাট, ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

ডুগডুগী পশুহাটে গরু বিক্রি করতে আসা উপজেলার কুমারীদহ গ্রামের ব্যবসায়ী সুজন আলী বলেন, গত কয়েকদিনের তুলনায় এখন গরু-ছাগলের দাম তুলনামূলক বেশি। আজকে হাটে তিনটি গরু এনেছিলাম বিক্রির জন্য। পাঁচ হাজার টাকা করে লাভে দুটি বিক্রি করেছি। আরেকটা গরুর

আশানুরূপ দাম না হওয়ায় বিক্রি করিনি। আগামী হাটে বিক্রি করবো।

জীবননগর উপজেলার মৃগমারী গ্রামের গরু ব্যবসায়ী বেল্টু বলেন, অন্যদিনের তুলনায় আজকের হাটে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যাপারীরা এসেছেন। একারণে গরুর দামও বেশি। আজকে হাটে চারটি গরু এনেছিলাম। সবগুলো গরু বিক্রি হয়ে গেছে। লাভও বেশি হয়েছে। গরুর দাম এরকম থাকলে গরু পালনকারীরা লাভবান হবেন।

ডুগডুগী হাটে গরু কিনতে আসা খাইরুল ইসলাম নামে এক ক্রেতা বলেন, প্রতিবছর খামার থেকে গরু কিনে থাকি। খামার থেকে গরু কিনলে সুবিধা রয়েছে। ঈদ পর্যন্ত গরু খামারে রাখা যায়। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয় না। তবে এবছর গরুর দামটা একটু বেশি।

হাটে গরু কিনতে আসা সাঈদ শাহ্ নামে আরেক ক্রেতা বলেন, কোরবানি করার জন্য মাঝারি গরু খুঁজছি। এবছর গরু প্রতি ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা দাম বেশি মনে হচ্ছে। যেহেতু কোরবানি করতে হবে তাই বেশি দাম দিয়েই গরু কিনতে হচ্ছে।

এদিকে, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে ১০ হাজার ৯১৭ টি খামার রয়েছে। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ২ হাজার ৬৭৬ টি, আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩ হাজার ৫৯৯ টি, দামুড়হুদা উপজেলায় ১ হাজার ৯২৮ টি এবং জীবননগর উপজেলায় ২ হাজার ৭১৪ টি। এসব খামারে কোরবানি উপলক্ষে ২ লাখ ১১ হাজার ৮৭৯ টি পশু প্রস্তুত রয়েছে। এর মধ্যে গরু ৫৪ হাজার ৮৯১ টি, মহিষ ১৬০ টি, ছাগল ১ লাখ ৫২ হাজার ৮৯৬ টি, ভেড়া ৩ হাজার ৯২৫ টি এবং অন্যান্য ৭টি।

জীবননগর উপজেলার অনন্তপুর গ্রামের খামারি আবুল কালাম বলেন, তিন বছর আগে খামার গড়েছিলাম। খামারে মোট ২০টি গরু রয়েছে। যার মধ্য ১৮টি গরু কোরবানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যদি গরুর দাম বর্তমান বাজারমূল্যে থাকে তাহলে খামারিরা লাভবান হবেন।

একই উপজেলার সেনেরহুদা গ্রামের খামারি রহিম শেখ বলেন, পাঁচ বছর আগে শখের বশে একটি খামার তৈরি করি। আমার খামারে বর্তমানে ১০টি গরু রয়েছে। যার মধ্য তিনটি গরু বিক্রি করেছি। বাকি গরু ঈদের মধ্যে বিক্রির আশা করছি। যদি এমন দাম থাকে তাহলে লাভবান হতে পারবো।

জীবননগর উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের খামারি আবুল বাশার বলেন,

আমার খামারে ৫০টি কোরবানি উপযুক্ত গরু ছিল। ২০টি গরু এরই মধ্যে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় বিক্রি করেছি। এখনো আমার খামারে ৩০টি গরু আছে। এই গরুগুলো আরও সাইজে বড়। বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত বলতে পারছি না লাভ হবে না লোকসান হবে। তিনি আরও বলেন, খাবারের দাম গত বছরের তুলনায় এ বছর অনেক বেশি। এলাকায় বিক্রির উপযুক্ত কোরবানির গরু গত বছরের তুলনায় কম। বেচাকেনা গত বছরের তুলনায় কম হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. শামীমুজ্জামান শামীম জানান, জেলায় এবার কোরবানির জন্য ৫৪ হাজার ৯৭৯ টি গরু ও মহিষ মোজাতাজা করা হয়েছে। এছাড়া এবার ১ লাখ ৫৬ হাজার ৮২১ টি ছাগল ও ভেড়া কোরবানির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। খামারগুলোতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পশু উৎপাদনে খামারিদের প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে নিয়মিত পরামর্শসহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, জেলার বিভিন্ন পশুহাট ও খামারগুলোতে কোরবানির পশু বিক্রি শুরু হয়েছে। খামারিদের পালনকরা পশু ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় চাহিদা পূরণ করবে। খামারিরা এবার কোরবানির পশুর ন্যায্যমূল্য পাবেন।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান জানান, পশুহাটগুলোর নিরাপত্তার জন্য পুলিশের মোবাইল টিম কাজ করছে। গরুর হাটে জাল নোট অজ্ঞান পার্টির সদস্যদের ঠেকানোর জন্য পুলিশের নজরধারী রয়েছে। ইতিমধ্যে গত ৪ দিন জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ অজ্ঞান পার্টির ৬ সদস্যকে কেমিকেল সহ আটক করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া ব্যাপারীদের পশু আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রেও পুলিশের বাড়তি নজরধারী রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমি গৃহ প্রদান উপলক্ষে প্রেস কনফারেন্স

‘আশ্রায়ণের অধিকার,শেখ হাসিনার উপহার’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া ভূমি ও গৃহহীন

পরিবারকে জমি এবং গৃহ প্রদান করার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে রবিবার (৯ জুন) দুপুর ২টায় প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতেমা তুজ-জোহরা জানান, আগামী বৃহস্পতিবার (১১জুন) সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ম পর্যায়ে নির্ধারিত গৃহ উপকারভোগী পরিবারের নিকট জমিসহ হস্তান্তর কাজের উদ্বোধন করবেন। চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নে ৬টি এবং আলুকদিয়া ইউনিয়নের ঝোড়াঘাটা গ্রামে ৪ জন উপকারভোগীদের জমি ও গৃহের কবুলিয়ত এবং নামজারীর কপি তুলে দেয়া হবে।

এরা হলো আলুকদিয়া ইউনিয়নের ঝোড়াঘাটা গ্রামের স্বামী মফিজুর মল্লিক ও তার স্ত্রী কবিতা খাতুন, একই গ্রামের স্বামী জাহিদুল ইসলাম ও তার স্ত্রী লিপি খাতুন, ওই গ্রামের কাওছার আলী ও তার স্ত্রী তামান্না খাতুন মেঘনা, স্বামী কামরুজ্জামান কল্লোল ও তার স্ত্রী সুরভী খাতুন। তিতুদহ ইউনিয়নের হুলিয়ামারী গ্রামের মোফাজ্জেল মন্ডলের মেয়ে সালেহা বেগম, তিতুদহ গ্রামের স্বামী আলমগীর হোসেন ও তার স্ত্রী পারভীনা খাতুন, একই গ্রামের স্বামী ইদবার আলী ও তার স্ত্রী নারগিস বেগম, বাদল উদ্দীনের মেয়ে ছারু খাতুন, স্বামী আনোয়ার শেখ ও তার স্ত্রী রশিনা বেগম এবং স্বামী রুহজেল হোসেন ও তার স্ত্রী আরজিনা খাতুন।

উল্লেখ্য, ১ম থেকে ৪র্থ পর্যায়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ২০১টি পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমি এবং গৃহ প্রদান করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা চেম্বারে প্রশাসক নিয়োগ ও পুনঃতফসিলের দাবিতে

ব্যবসায়ীদের সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে স্বচ্ছ ভোটারতালিকা হালনাগাদ পূর্বকআসন্ন দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের পুনঃ তফসিলের দাবি জানিয়েছে ব্যবসায়ীরা। এই দাবিতে মানববন্ধন, জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান ও সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি আজ রবিবার সকাল ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়। পরে দুপুর ১২ টায় শহরের একটি রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ব্যবসায়ীরা।

সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ী ও চেম্বার সদস্যরা অভিযোগ করেন, চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আসন্ন দ্বিবার্ষিক নির্বাচন ২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬ মেয়াদের নির্বাচনী তফসিল গত ২৫ মে প্রকাশিত হয়েছে। তফসিল অনুযায়ী গত ৩ জুন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ভোটার তালিকায় অনেক ভূয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত আছে।

এক ব্যবসায়ী নেতার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদেরও ভূয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে খসড়া ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সভাপতি ও সচিবের যোগসাজশে মে’২০২৪ মাসের মধ্যেই পাঁচ শতাধিক সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাণিজ্য সংগঠনের নীতিমালার তোয়াক্কা না করে বর্তমান সভাপতি ইয়াকুব হোসেন জালিয়াতির মাধ্যমে বহু সদস্যকে অন্তর্ভুক্তি করেন। প্রতি বছর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও গত ১০ বছরে কোন সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। তাদের দাবি, এই কমিটির অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই ঘোষিত তফসিল ও বর্তমান কমিটি বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রকৃত ব্যবসায়ীদেরকে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এদিকে, স্মারকলিপি গ্রহণকালে জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, স্মারকলিপিটি গ্রহণ করা হয়েছে। স্মারকলিপিটি বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট্য পর্যায়ে জানাবো। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চেম্বার অব কমার্সের সদস্য আলাউদ্দীন হেলা।